নারী পুরাতনী

সাদ কামালী

পুর"ষ সৃষ্টি করতে পেরেছে চারটি মোক্ষম অস্। বিধাতা ও ধর্ম, নারী, সাহিত্য, এবং রাষ্ট্র। পুর"ষের অটুট সাফল্যের নিয়ামক এই চার আদি ও মৌলিক অস্। নিরঙ্কুশ দখল এবং আধিপত্যের জন্য পর্যায়ক্রমে পুর"ষ সৃষ্টি করেছে বিধি-বিধান-বিধাতা। চার মৌলিক সৃষ্টির মধ্যে বিধাতা নির্মাণে পুর"ষ পরিচয় দিয়েছে সুদূরপ্রসারী চিন্াশীলতার। বিধাতারও বহু রূপ আছে, রঙ ও গুণের বৈচিত্র্য আছে। অর্থনীতি রাজনীতি সমাজকাঠামো তথা প্রতিবেশ বিধাতার বিভিন্নরূপ স্থির করে। শুর"তে গোষ্ঠিবদ্ধ হতে থাকা মানুষ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় কারও নেতৃত্বের অধীনে জোটবদ্ধ হয়, পরে ওই নেতা নিজের শক্তি আর কৌশলের মধ্যে আরোপ করে এক অলৌকিকতা। অনাবিষ্কৃত যুক্তির জন্য ধীরে ধীরে সেই অলৌকিকতা বিধাতার রূপ পায়। আর গোষ্ঠিনেতা হয়ে ওঠে বিধাতার প্রতিনিধি। বিধাতার প্রতিনিধি হিসেবে জারি করতে থাকে একের পর এক বিধি বিধান বিধেয়। বলা বাহুল্য, গোষ্ঠিনেতার মত কল্পিত বিধাতাও পুর"ষ। সেই বিধাতা অনু"চারিত স্বরে নিয়ত নাজেল করে এমন সব কানুন যা ওই নেতাটির নেতৃত্বের জন্য অপরিহার্য। এবং অনেক ক্ষেত্রে তিনিই শুধু শুনতে পান সেই অদৃশ্য উৎস থেকে উ"চারিত স্বর। সেই স্বর লিপিবদ্ধ হয়ে রূপান্িরিত হতে থাকে অলংঘনীয় বিধানে। এবং সেই বিধানের শিকারে পরিণত হয় নারী। নারীর শরীর, নারীর রূপ, নারীর ই"ছা আকাংক্ষা মেধা মনন সবই শৃংখলাবদ্ধ হয়ে পড়ে পুর"ষের সৃষ্ট বিধাতার অমোঘ বিধানে। এমনকি নারীর জন্ম, জীবন, ইহকাল। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অথবা আরও সত্য এই জনপদের ইতিহাসে বেগম রোকেয়াই প্রথম নারী যিনি বিধান-কলুষিত এই সব গ্রন্থ-পুঁথি-পাঁজির বির"দ্ধে সক্রোধ বক্তব্য পেশ করেছেন। ১৩১১ সালের 'নবনুর' পত্রিকার ভাদ্র সংখ্যায় 'আমাদের অবনতি' প্রবন্ধে লিখেছিলেন, ..."যখনই কোন ভগ্নী মস্ক উত্তোলনের চেষ্টা করিয়াছেন, তখনই ধর্মের দোহাই বা শাস্ের বচনরূপ অস্াঘাতে তাঁহার মস্ক চূর্ণ করিয়াছে। ...আমাদিগকে অন্ধকারে রাখিবার জন্য পুর"ষগণ ঐ ধর্মগ্রন্থগুলিকে ঈশ্বরের আদেশপত্র বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ...এই ধর্মগ্রন্থগুলি পুর"ষ-রচিত বিধিব্যবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে। মুনিদের বিধানে যেকথা শুনিতে পান, কোন স্ী-মুনির বিধানে হয়ত তাহার বিপরীত নিয়ম দেখিতে পাইতেন।"[১] প্রবন্ধটি রোকেয়ার প্রবন্ধ সংকলন মতিচুর প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে 'স্ীজাতির অবনতি' শিরোনোমে। "কিন্তু মতিচুর বইটির কোথাও এই বিস্ফোরক মন্ব্যগুলি খুঁজে পাওয়া যাবে না। মুল প্রবন্ধটির ২৩ থেকে ২৭ পর্যন্ পাঁচটি অনু"ছেদ গ্রন্থ প্রকাশের সময় বর্জন করেছিলেন রোকেয়া।"[১]

নারীর স্বাধীনতা আন্দোলনে সংবিধানের মতো গৃহীত গ্রন্থ মেরি ওলস্টোন্ক্রাফটের A Vindication of the Rights of Woman গ্রন্থের উৎসর্গ পত্রে যেমন বলা হয়েছিল, "Contending for the rights of woman, my main argument is built on this simple principle, that if she be not prepared by education to

---

[1]| f‚gKv, AMÖšZ †iv‡Kqv, m¤úv`bv AvfvRr †mb, bqv D‡`¨vM, KjKvZv, 1998, côv 7-8|

become the companion of man, she will stop the progress of knowledge and virtue; for truth must be common to all, or it will be inefficacious with respect to its influence on general practice."[১] বেগম রোকেয়াও ১৩১১ সালে লিখিত 'স্ত্রীজাতির অবনতি' প্রবন্ধের শেষে লিখেছেন, "আমরা সমাজেরই অর্দ্ধঅঙ্গ। আমরা পড়িয়া থাকিলে সমাজ উঠিবে কিরূপে? কোন ব্যক্তির এক পা বাঁধিয়া রাখিলে সে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া কতদুর চলিবে? পুর"ষদের স্বার্থ এ২বং আমাদের স্বার্থ ভিন্ন নহে – একই। তাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যাহা, আমাদের লক্ষ্যও তাহাই। শিশুর জন্য পিতামাতা উভয়েরই সমান দরকার। ...আমরা অকর্ম্মণ্য পুতুল-জীবন বহন করিবার জন্য সৃষ্ট হই নাই একথা নিশ্চিত।"[৩]

পুর"ষ ঈশ্বর ও বিধান সৃষ্টি করার প্রক্রিয়ায় তৈরি করেছে, তৈরি করে চলেছে নারী। নারীর জন্মের শুর" থেকেই রোকেয়া কথিত পুর"ষের সৃষ্টি শাস্ ও বিধান উদ্বৃত্ত করে, বিধাতার ভয় দেখিয়ে এবং পুর"ষ যে বিধাতার জাগতিক রূপ সেই বিশ্বাস জন্মিয়ে প্রতিদিন এই পিতৃতন্ এক মানব শিশুকে মানুষ না করে নারী হিসেবে সৃষ্টি করে আসছে। নারী পুর"ষের দ্বিতীয় মৌলিক সৃষ্টি। কখনো মনে হতে পারে বা এমন সিদ্ধান্ নেয়ার ছহি উপাত্ত-উপকরণ-উন্মাদনা রয়েছে যে ঈশ্বর, ধর্ম এবং বিধি সৃষ্টি করাই হয়েছে এক, নারীকে নির্মাণ ও নিয়ন্ণের জন্য; দুই, পুর"ষ-অধিপতির নেতৃত্ব এবং পুর"ষ আধিপত্যের শ্রেষ্ঠত্ব অটুট রাখার জন্য।

বেগম রোকেয়ার বরাতে একটি উপাখ্যানের উল্লেখ না করে পারছি না। 'মতিচুর' প্রবন্ধ সংকলনের দ্বিতীয় খণ্ডে 'নারী-সৃষ্টি' নামে রোকেয়ার একটি নিবন্ধ আছে। 'Chicago Times Herald' পত্রিকায় Mr. Bain সংস্কৃত ভাষায় লেখা একটি গ্রন্থ থেকে পৌরাণিক কাহিনী ইংরেজিতে অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। বেগম রোকেয়া সেই কাহিনী "স্কুল ছাত্রীর ন্যায় শাব্দিক অনুবাদ"[৪] না করে মুল বিষয়ের মর্ম উদ্ধার করে বাঙালি পাঠকের জন্য বাঙলায় প্রকাশ করেছেন। এই কাহিনীর ভিতর ত্বস্ি নামক এক হিন্দু দেবতার নারী সৃষ্টির গল্পটি উল্লেখ বেশ জর"রি। রোকেয়া Mr. Bain-এর রচনার 'মর্ম্মোদ্ধার' করে লিখেছেন, ..."ত্বস্ি নামক হিন্দু দেবতা এই বিশ্ব জগৎ সৃজন করিলেন। সর্ব্বশেষে যখন রমণীসৃষ্টির পালা, তখন বিশ্বস্রষ্টা ত্বস্ি দেখিলেন যে তিনি পুর"ষ সৃজনকালেই সমুদয় মালমসলা ব্যয় করিয়া ফেলিয়াছেন। আর ঘন কিংবা শক্ত কোন বস্তুই অবশিষ্ট নাই। ত্বস্িদেব নৈরাশ্যে কিংকর্তব্যবিমুঢ় হইয়া, উপায়ান্র না দেখিয়া ধ্যানমগ্ন হইলেন। ধ্যানভঙ্গের পর ত্বস্ি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং কতকগুলি বিশেষ বিশেষ পদার্থের সার সংগ্রহ আরম্ভ করিলেন, যথাঃ পুর্ণচন্দ্রের গোলত্ব; কুসুমের সৌকুমার্য্য; কিশলয়ের লঘুত্ব; হরিণের কটাক্ষ; সুর্য্যরশ্মির ঔজ্জ্বল্য; কুয়াসার অশ্র"; সমীরণের চাঞ্চল্য; শশকের ভির"তা; ময়ুরের বৃথা গর্ব্ব; তালচঞ্চু পক্ষীর পাখার কোমলতা; হীরকের কাঠিন্য; মধুর স্নিগ্ধ স্বাদ; ব্যাঘ্রের নিষ্ঠুরতা; অনলের উত্তাপ; তুষারের শৈত্য; ঘুঘুর ললিত স্বর; নীলকণ্ঠের কিচির মিচির"[৩] এই একুশ রকম উপাদান দিয়ে ত্বস্ি দেবতা পুর"ষের জন্য প্রথম নারী তৈরি করেন। রোকেয়া রাগতস্বরে

---

[3] | ¯xRwZi AebwZ, †iv‡Kqv iPbvejx, evsjv GKv‡Wgx, XvKv, 1999, cô 21|
[4] | bvix-mwó, †iv‡Kqv iPbvejx, evsjv GKv‡Wgx, XvKv, 1999, cô 140|

বলেন, “তৃস্দিবে উপরোক্ত ...উপাদান একত্র মিশ্রিত করিয়া egg beater দ্বারা উত্তমরূপে ফেঁটিয়া ললনা রচনা করিলেন। বলা বাহুল্য, রমণী সৃজন করিতে সৃষ্টিকর্ত্তাকে অত্যাধিক বেগ পাইতে হইয়াছিল।”(৩)

পুর"ষের লেখা পৌরাণিক শাস্ বা সাহিত্যে এই নারী বা ললনা সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং নারীর কর্তব্য দ্বিধাহীন কলমে লেখা রয়েছে। অশোক র"দ্র মহাশয়ের ‘নারীধর্ম’ থেকে কিছু নজির উল্লেখ করা হলো ঃ “একমাত্র ভর্ত্তার উপভোগের নিমিত্তেই স্ত্রীদিগের সৃষ্টি হইয়াছে। তাহা না হইলে নারী আর কোন কাজে লাগে?”(৫) শিবপুরাণের এই উক্তি প্রাচীন সাহিত্যে সহস্র লক্ষবার দেখা যায়। যেমন “স্বামী ব্যতিরেকে স্ত্রীলোকদের অন্য দেবতা নাই।”(৪) স্ত্রীজাতির যজ্ঞ শ্রাদ্ধ ও উপবাস কিছুই অনুষ্ঠান করিতে হয় না, উহাদিগের স্বামী ও শুশ্রূষাই পরম ধর্ম।”(৪) বেগম রোকেয়া নিশ্চয় মহাভারতের অনুশাসনপর্ব পড়েছিলেন। সেখানে মহর্ষি অষ্টাচক্র যেন রোকেয়ার মতো মনীষী নারীকে লক্ষ্য করেই বলেছেন, “ত্রিলোক মধ্যে কোন স্ত্রীরই স্বাধীনতা নাই। দেখ, কুমারাবস্থায় পিতা, যৌবনাবস্থায় ভর্ত্তা ও বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রেরা স্ত্রীজাতির রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে, সুতরাং স্ত্রীজাতির কখনও স্বাধীনতা থাকিবার সম্ভাবনা নাই।”(৪) “শিবপুরাণে নারীদের দোষের এভাবে ফর্দ করা হয়েছে: মিথ্যা, সাহস, মায়া, মুর্খত্ব, অত্যন্ লোভ, অপবিত্রতা, দায়শূন্যতা এই সাতটি স্ত্রীলোকদিগের স্বাভাবিক দোষ। মহাভারতের শান্পির্বে রাজধর্ম আলোচনাকালে বলা হয়েছে রাজা যখন কোন গুর"ত্বপুর্ণ বিষয়ে পরামর্শ করবেন তখন নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের উপস্থিতি বর্জনীয়: বামন, কুব্জ, অন্ধ, খঞ্জ, ক্ষীণকায় ব্যক্তি, নপুসংক, বুদ্ধিহীন ব্যক্তি, এবং স্ত্রীলোক।”(৪)

বিধি-বিধান, উপদেশ-নির্দেশ, আখ্যান-উপাখ্যান সম্বলিত যে রাশি রাশি ধর্মবচন তা প্রকাশযোগ্য যোগাযোগ যোগ্য করার জন্য ভাষা অপরিহার্য্য মাধ্যম। এবং এই ধর্মরাজির মুদ্রিত রূপ অথবা ভাষিক রূপ সাহিত্যের শাখা-উপশাখা হিসেবেই বিবেচিত। আদিকাল থেকেই গীত-কাব্য-মহাকাব্য-আখ্যানে সৃষ্টি করে চলেছে স্ব, সান্বনা, উ"ছ্বাস, পিঠ চাপড়ে দেয়ার বন্দনা। নারীর কর্তব্য-অকর্তব্যের দীর্ঘ সারণীযুক্ত ধর্মগ্রন্থের পাশাপাশি অথবা সহায়ক হিসেবে পুর"ষ সৃষ্টি করে চলে আরও এক সৃষ্টি এই সাহিত্য। ধর্মগ্রন্থের শাসন, উপেক্ষা, অপমানকে অমোঘ করে তুলবার জন্য এবং গভীর বিশ্বাসে গ্রহণ করাবার জন্য সাহিত্য হয়ে ওঠে কদাচিৎ ব্যতিক্রমবাদে ধর্ম দুর্নীতির সহায়ক মাধ্যম। ধর্মের সৃষ্ট ক্ষতের ওপর সাহিত্যের ভুমিকা হয় আশ্চর্য মলমের। শাস্ত্রের বিপক্ষে যেন কেউ বিদ্রোহ করে বিশৃংখলা না বাধায়, অবাধ্য হয়ে না পড়ে। বলা বাহুল্য ধর্মের বা ঈশ্বরের আদি সুচনার মতো সাহিত্যও সুচনা হয় তাই পুর"ষের নিয়ন্ণে। আদি বা মধ্যযুগীয় কবিদের পদ্য-পয়ার-গীত ছন্দে কোথাও মানবিকতার বির"দ্ধে রচিত শাস্ত্রের সমালোচনা কি আছে! বরং আছে ঈশ্বরের প্রতি অপার কৃতজ্ঞতা, ঈশ্বরের মহিমায় তো পেয়েছে এমন এক আনন্দময়ী-সুখদায়ী-তৃপ্তিদায়ী প্রাণী – নারী, যে পুর"ষকে সুখ ভোগ দিয়েই নিজে ধন্য হয়। নারীর ত্বক-লাবণ্য-চোখ-ঠোঁট-কেশ-গ্রীবা-স্ন-যোনী-বাহু এমনকি গোপন রোমরাজিও কবির মানসলোকে ‘স্বর্গীয়’ উপঢৌকন হয়ে উঠেছে। ছত্রের পর ছত্র কবি রচনা করে

[5] | bvixag, evþY¨ fveaviv I AvawbK wn›`yab, A‡kvK i"`, wccjm eK †mvmvBwU, KjKvZv, 1993, côv 95 Ges 97|

চলেছেন 'কামজ নারীর কামরাগ', 'জনয়ত্রী নারীর কল্যাণী বিভাস', 'ভগ্নি নারীর স্নেহ সুষমা'। কবি মহাকবিরা গভীর বিশ্লেষণে, ধ্যানে নিমগ্ন থেকে আবিষ্কার করেছেন নারীর বহু রূপ, বিচিত্র রহস্য, অব্যাখ্যাত ব্যাঞ্জনা। কোন কবিকূল নারীকে সংজ্ঞায়িত করেছেন তিনভাবে – 'স্বকীয়া, পরকীয়া, সামান্যা।' এ-হিসেব সাহিত্য দর্পণের। শরীরসর্বস্ব নারী কবির কাছে ধরা পড়ে আরও তিন রূপে – 'মৃগী, বাড়ব অথবা অশ্বা, এবং হস্তিনী রূপে।' ভারত নাট্যশাস্ত্রে নারীর পরিচয় আরও বিভাজিত। প্রতি বিভাজনে নারীর গভীরতর বিশ্লেষণ, – 'বাসকসজ্জা, বিরহখণ্ডিতা, স্বাধীনাপতিকা, কলহান্তরিতা, খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধ, প্রোষিতভর্তিকা, অভিসারিকা।'

পুরাণ সাহিত্যেও নারী প্রতারিত প্রবঞ্চিত। নারীর কাম ও শক্তিকে নিয়ে অতিরঞ্জিত অতিবিকৃত যুক্তিহীনতা রচনা করা হয়েছে। পুরাণ কবিরা নারীকে শক্তির উৎস ও আধার বানাতে যেয়ে করেছে চূড়ান্ত প্রহসন। শক্তির আধার হিসেবে বিধৃত কালী একে একে পুরুষ নিধন করে চলেছে। সহসা যখন নিজ স্বামী কালীর কৃপাণের তলায় এসে পড়ে তখনই এই মিথ রচয়িতার পুরুষমানস চরিতার্থ হয়। কালীর দীর্ঘ রক্তলোলুপ জিব বেরিয়ে আসে। উদ্ধত কৃপাণ স্থির। কালীর সমস্ত শক্তি-রূপের মধ্যে ধরা পড়ে অনুশোচনা, অন্যায়বোধ। স্বামী স্বয়ং প্রভু! পাপে অনুতপ্ত কালীর সেই জিবে কামড় দেয়া পরাজিত রূপই কবির কলমে চিরসত্য রূপ হয়ে থাকে। পুরুষ বা স্বামী বা প্রভুর সামনে নারীর এই চির পরাজিত রূপই সৃষ্টি করতে চেয়েছেন এই পুরাণ কবি। সেই নারী ব্যাঘ্রচর্মে আবৃত হলেও, তার দীর্ঘদন্ত, রক্তচক্ষু, চারহস্ত থাকলেও সে জাতে তো নারী। মিথ রচয়িতা তাই সজ্ঞানেই এই ব্যর্থতার ইঙ্গিত সৃষ্টি করেছেন আশ্চর্য কুশলতায় – কালীর বাহন করেছেন কবন্ধ, অর্থাৎ মস্ক বিহীন শবকে।

অসুর বিনাসী, অপার শক্তির আধার বলে কথিত দশবাহু দুর্গাও এক নারী যে পুরুষদেবতা ব্রহ্মা শিব বিষ্ণু ইন্দ্র প্রমুখের দেহনির্গত মিলিত তেজের থেকে সৃষ্টি। বিশ্বের আদিকারণ, শক্তিময়ী ইত্যাদি বন্দনা শুধু একরকম বাচালতা। নিজের সৃষ্টিকে নিজেই স্ব করে মুলত পুরুষ নিজেকেই পুরস্কৃত করছে। আদি মধ্যযুগের সাহিত্যিকদের অতি রোমাণ্টিকতা, বর্ণনার বাহুল্যতা, রিপু ইন্দ্রিয়ের কামুক রচনা এবং অতিপ্রাকৃত অঘটন ঘটন, ভাষা সংস্কৃতির স্বতঃপরিবর্তনের সাথে সাথে বাহ্যিকভাব পরিবর্তিত হলেও মুল সুরের কোন উন্নয়ন ঘটেছে কি? ভাষার পোশাক-অলংকার বদলেছে বটে কিন্তু চিন্তাস্রোত আরও সুচতুর ও কৌশলী, আরও আক্রমণাত্মক। পিতৃতন্ত্র বা পুরুষ সৃষ্টি করেছে যে সাহিত্য, সেই সাহিত্যের ব্যাকরণে নারী সর্বদাই কদর্থক বা নঞর্থক, ম্রিয়মান, নিরুত্তেজ, নির্বীজ অমেধাবী এবং ব্যক্তিত্বহীন। আর পুরুষ সদর্থক বা ইতিবাচক গুণের সমষ্টি। হেলেন সিক্সাস বা সিজো[৬] পুরুষ নারী চরিত্রের তুলনামুলক দ্বিমুখি বৈপরীত্যের ছক রচনা করে দেখিয়েছেন পুরুষ সৃষ্টি ভাষার সুচতুর দ্বিমাত্রিক কৌশল।

পুরুষ	:	নারী
সুর্য	:	চন্দ্র

[6]| mvßvwnK †`k, KjKvZv, RjvB, 1995|

সংস্কৃতি	:	প্রকৃতি
দিবস	:	যামিনী
মেধা	:	আবেগ
বুদ্ধিসত্ত্বা	:	অনুভূতিশীলতা
প্রজ্ঞা	:	বেদনা
সক্রিয়	:	নিস্ক্রিয়
পিতা	:	মাতা

পুর“ষতন্ের ভাষিক কৌশলে তার সাহিত্যে নারী পরিণত হয় নিস্ক্রিয় নিচু শ্রেণী-গোত্রের, পুর“ষ সক্রিয় এবং সর্বদাই নিয়ন্ক। নারী অবলা অপ্রত্যক্ষ নেতিবাচক আবেগ সর্বস্ব নির্ভরশীল চরিত্র হিসেবেই সাহিত্যে নিয়ত বর্তমান। এবং বাস্ব সমাজের নারী ওই সাহিত্যের নারীরই প্রতিরূপ। পুর“ষের এই লক্ষ্য এবং আজীবন কাম্য। বেগম রোকেয়াই প্রথম যিনি লিঙ্গদুষ্ট ভাষা যেখানে নারীকে বিশেষ নেতিবাচক নারীতে পরিণত করে তার বির“দ্ধে লিখেছেন। ‘সৌরজগৎ’ সংলাপ নিবন্ধে রোকেয়া তাঁর চরিত্রের মুখে সংলাপ দেন – গওহর জাফরকে তিরস্কার করে, “ইহা তোমার womanishness।”[৭] নুরজাহাঁ প্রবল আপত্তি জানিয়ে বলে, “womanish শব্দে আমি আপত্তি করি, ‘ভির“তা’ ‘কাপুর“ষতা’ বলনা কেন?”[৬]

মুসলমান মেয়েদের স্কুলে যেয়ে বিদ্যা শিক্ষা অর্জন মুসলমান পুর“ষের কাছে তখন ভয়াবহ বিপর্যয়কর ঘটনা ছিল। মুসলমান সমাজ ধ্বংসের ভয়ে তারা কেঁপে উঠত। ওই সংলাপ-প্রধান ‘সৌরজগৎ’ নিবন্ধে রোকেয়া লিখেছেন, “স্কুল শব্দ শুনিবামাত্র জাফর বিস্ময়ে চমকাইয়া উঠিলেন।”[৬] তারপর জাফরের সংলাপ, “কি বলিলে? স্কুলে মেয়ে ভর্ত্তি করিবে? এখনও ভারত হইতে মুসলমানের নাম বিলুপ্ত হয় নাই – এখনও মুসলমান সমাজ ধ্বংস হয় নাই! এখনই মেয়েরা স্কুলে পড়িবে?”[৬] জাফর মনে করে “কবিত্বটা মস্িষ্কের রোগ বিশেষ।”[৬] কুলকামিনীরা পাহাড়ে ময়দানে ঘুরে বেড়ায়ে কবিতা লেখে, তার কাছে তা বাঞ্ছনীয় নয়। জাফরের কাছে বাঞ্ছনীয় হলো, “তাহারা সুচার“রূপে গৃহস্থালী করে, রাঁধে, বাড়ে, খাওয়ায়, খায়, নিয়মিতরূপে রোজা-নামাজ প্রতিপালন করে।”[৬] নারীদের এমন শিক্ষা বর্জিত শুধু ভোগ্য ভোগীরূপে পাওয়া পুর“ষের জন্য বেশ আরামের, এতে মনুষ্যত্বের অপমান বা নিন্দা তারা দেখতে পায় না। রবীন্দ্রনাথ ‘হিন্দু বিবাহ’ প্রবন্ধে স্ী-নিন্দার জন্য মনুসংহিতার সমালোচনা করে বলেন, ...“মনুসংহিতায় স্ীনিন্দাবাচক যে সকল শ্লোক আছে তাহা উদ্ধৃত করিতে লজ্জা ও কষ্ট বোধ হয়।”[৮] নিন্দিত দুটি শ্লোক তিনি গদ্যে এবং সংস্কৃতে উদ্ধৃত করে দেন (সপ্তদশ শ্লোক) “শয্যা, আসন, অলংকার, কাম, ক্রোধ, কুটিলতা, পরহিংসা ও কুৎসিত আচার স্ীলোক হতে হয়।”[৭] এবং (অষ্টাদশ শ্লোক) “যেহেতুক স্ীলোকের মন্দ্বারা কোনো ক্রিয়া নাই ধর্মের এইরূপ ব্যবস্থা, অতএব ধর্মজ্ঞানহীন মন্হীন স্ীগণ অনৃত, মিথ্যা পদার্থ।”[৭] মহাভারতের অনুশাসন পর্বে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এবং ভীষ্মের

[7]| †mšiRMr, †iv‡Kqv iPbvejx, evsjv GKv‡Wgx, XvKv, 1999, côv 87, 89|
[8]| wn›`weevn, ie›` iPbvejx lô LÊ, wekfviZx, KjKvZv, 1402, côv 658, 659|

কথোপকথনে যে নারী নিন্দা তারও সমালোচনা করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "স্ত্রীলোকের চরিত্র সম্বন্ধে যাহাদের এরূপ বিশ্বাস তাহারা স্ত্রীলোককে যথার্থ সম্মান করিতে অক্ষম।"(৭) "স্ত্রীচরিত্র সম্বন্ধে ভীষ্ম ও যুধিষ্ঠিরের যে কথোপকথন হইয়াছে, বর্তমান সমাজে তাহার সমগ্র ব্যক্ত করিবার যোগ্য নহে। অতএব তাহার স্থানে স্থানে পাঠ।" (৭) রবীন্দ্রনাথ কালীসিংহের অনুবাদ থেকে কিছু নমুনা হিসেবে দেখিয়েছেন, "কামিনীগণ সৎকুলসম্ভূত রূপসম্পন্ন ও সধবা হইলেও স্বধর্ম পরিত্যাগ করে। উহাদের অপেক্ষা পাপপরায়ণ আর কেহই নাই। উহারা সকল দোষের আকর। ... তুলাদণ্ডের একদিকে যম, বায়ু, মৃত্যু, পাতাল, বাড়বানল, ক্ষুরধার, বিষ, সর্প ও বহ্নি এবং অপরদিকে স্ত্রীজাতির সংস্থাপন করিলে স্ত্রীজাতি কখনোই ভয়ানকত্বে উহাদের অপেক্ষা ন্যূন হইবে না। বিধাতা যে-সময় সৃষ্টিকার্যে প্রবৃত্ত হইয়া মহাভূতসমুদয় ও স্ত্রীপুরুষের সৃষ্টি করেন, সেই সময়েই স্ত্রীদিগের দোষের সৃষ্টি করিয়াছেন।"(৭) নারী তবে জন্মেছেই পাতকী রূপে! নিজ আচরণের গুণে তারা পাতকী নয়। স্বয়ং খোদা তাদের বানাবার সময় যতদুর সব বদগুণ ঢেলে বানিয়েছেন। শাস্ত্রের কথক কর্তা পুরুষদের কাছ থেকে নারী দিনে দিনে শিখেছে কিভাবে তাদের জন্ম হলো, জন্মের নিমিত্ত ইত্যাদি। মুসলিম শাস্ত্রেও পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও কর্তৃত্বকে এমনভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, তার সমালোচনাও করা দোষের শুধু নয়, ব্লাসফেমি হিসেবে তা গণ্য হতে পারে। শুধু ওই রোকেয়া, বাংলায়, প্রায় মুখের জবানীতে ফাঁস করে দিয়েছেন তাঁর বিশ্বাস – নিজেদের স্বার্থে পুরুষগুলিই লিখেছে ওই সব শাস্ত্র বিধান।

ধ্রুপদ আরবী ভাষায় লিখিত কোরআন-এ স্বয়ং আল্লাহ নারীদের উদ্দেশ্যে বিধি বিধান এবং জীবনযাপনের উপায় বাতলে দিয়েছেন। আল্লাহর এই নির্দেশ অর্থাৎ কোরআনের বাণী অপরিবর্তনীয়, সকল সমালোচনার ঊর্ধ্বে – এও কোরআন বলে দিয়েছেন। আল্লাহর সৃষ্টি আকাশ মাটি পানি বাতাসের পরিবর্তন হতে পারে, চাঁদ সূর্য গ্রহ নক্ষত্রের হেরফের হতে পারে, এইসব পরিবেশগত কারণে মানুষের স্বাস্থ্য, আয়ু, গঠন এবং রূপের পরিবর্তন-বিবর্তন ঘটলেও মানুষের ওপর বর্ষিত বাণীর কোন পরিবর্তন ঘটতে পারবে না। এই শাশ্বত কেতাবের কিছু প্রাসঙ্গিক আয়াত শুধু নমুনা হিসেবে উল্লেখ করা হলো। কোরআন-এর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুরা আলবাক্বরা-র আয়াত ২২২ এবং ২২৩-এর কথা ঃ "আর তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে হায়েয (ঋতু) সম্পর্কে। বলে দেও, এটা অশুচি। কাজেই তোমরা হায়েয অবস্থায় স্ত্রীগমন থেকে বিরত থাক। তখন পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হবে না যতক্ষণ না তারা পবিত্র হয়ে যায়। যখন উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে, তখন গমন কর তাদের কাছে, যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে হুকুম দিয়েছেন।"(৯) "তোমাদের স্ত্রীরা হলো তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র। তোমরা যেভাবে ইচ্ছা তাদেরকে ব্যবহার কর। আর নিজেদের জন্য আগামী দিনের ব্যবস্থা কর।"(৮) সুরা আন্-নিসা'র আয়াত ৩ ঃ "আর যদি তোমরা ভয় কর যে এতীম মেয়েদের হক যথাযথভাবে পুরণ করতে পারবে না, তবে সেসব মেয়েদের মধ্য থেকে যাদের ভাল লাগে তাদের বিয়ে করে নাও দুই, তিন, কিংবা চারটি পর্যন্ত।"(১০) আয়াত ১৫-তে আল্লাহ ব্যভিচারীর শাস্তি নির্ধারণ করে দিয়েছেন, "আর তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচারিণী তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য থেকে চারজন পুরুষকে সাক্ষী হিসেবে তলব কর।

9| miv Avj ev° iv, cweÎ †KviAvbj Kwig, Abev` I m¤úv`bv gvI jvbv gwnDÏxb Lvb, côv 119|
10| miv Avb-wbmv, cweÎ †KviAvbj Kwig, Abev` I m¤úv`bv gvI jvbv gwnDÏxb Lvb, côv 227 Ges 243|

অতঃপর যদি তারা সাক্ষ্য প্রদান করে তবে সংশ্লিষ্টদেরকে গৃহে আবদ্ধ রাখ, যে পর্যন্ত মৃত্যু তাদেরকে তুলে না নেয় অথবা আল্লাহ তাদের জন্য অন্য কোন পথ নির্দেশ না করেন।”(৯) পুর“ষের কর্তৃত্ব এবং ভুমিকা বিষয়ে আল্লাহর পরিষ্কার ঘোষণাও বিবৃত হয় এই সুরা আন-নিসা’য়, আয়াত ৩৪ ঃ “পুর“ষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল। এজন্য যে, আল্লাহ একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এজন্য যে তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে। সে মতে নেককার স্ত্রীলোকগণ হয় অনুগতা এবং আল্লাহ যা হেফাযত যোগ্য করে দিয়েছেন লোকচক্ষুর অন্তরালেও তার হেফাযত করে। আর যাদের (নারীদের) মধ্যে অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদের সদুপদেশ দেও, তাদের শয্যা ত্যাগ কর এবং প্রহার কর। যদি তাতে তারা বাধ্য হয়ে যায়, তবে আর তাদের জন্য অন্য কোন পথ অনুসন্ধান করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সবার উপর শ্রেষ্ঠ।”(৯)

মুসলমানদের লেখা পুঁথিসাহিত্যেও নারীদের সম্পর্কে কেতাব অনুগতভাব ভাবপ্রকাশ পেয়েছে। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী এক প্রবন্ধে Rafiuddin Ahmed-এর The Bengal Muslims 1871-1906, A Quest for Identity থেকে পুঁথিসাহিত্যের উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন, “ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে লেখা মালে মোহাম্মদের ‘তানবিহ আল-নিমা’ নামক পুঁথিতে বলা হ”ছে যে, আল্লাহ বলে দিয়েছেন যে, স্ত্রীলোকেদের কর্তব্য হ”ছে খসম ও আল্লাহর সেবা করা। তবে এমন বাজে নারী আছে যারা ... জিদ বন্দি ঝগড়া করে মরদর সাত / কেতাবেতে লেখে সেই আওরত বাজ্জাত। ওই সময়ে লেখা নুর“ল ইমানের পুঁথিতে মোহাম্মদ দানেশ ধর্মপথযাত্রীদেরকে আশ্বাস দি”ছেন যে, ... গরম পোলাও আর র“টি আর কাবাব / ছোরাই ভরিয়া সবে রাখিবে সরাব। সরাব মুসলমানদের জন্য হারাম, কিন্তু পরহেজগারদের জন্য তারও সুব্যবস্থা থাকবে। আওরাতও পাওয়া যাবে। এয়ছাই আওরত সবে দিবেন এলাহি / তাহার মেছেল কেহ দুনিয়াতে নাই।”(১১) বেগম রোকেয়া স্ত্রীজাতির অবনতি প্রবন্ধে নারীদের ব্যবহৃত অলঙ্কারাদিকে দাসত্বের নিদর্শন হিসেবে দেখেছেন, নারীদের পোশাকও তেমনি কোন সম্মানজনক বস্ত্রখণ্ড নয়। পরাজিত হলে পুর“ষ পরাজয়ের গ্লানি হিসেবে নারীর অপরিহার্য অলঙ্কার চুড়ি পরিতে চায়। রোকেয়া শেখ সা’দীর পঙক্তি স্মরণ করে দেখান নারীর পোশাকও কত অবমাননাকর হতে পারে, “কবিবর সা’দী পুর“ষদের উৎসাহিত করিবার জন্য বলিয়াছেন, আয় মরদাঁ বুকশিদ্, জামা-এ-জানাঁ ন পুষিদ। অর্থাৎ হে বীরগণ! (জয়ী হইতে) চেষ্টা কর, রমণীর পোশাক পরিও না।”(১২) আর অলঙ্কারগুলি কেমন! ...“আমাদের অতিপ্রিয় অলঙ্কারগুলি – এগুলি দাসত্বের নিদর্শন বিশেষ! এখন ইহা সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনের আশায় ব্যবহার করা হয় বটে; কিন্তু অনেক মান্যগণ্য ব্যক্তির মতে অলঙ্কার দাসত্বের নিদর্শন। তাই দেখা যায় কারাগারে বন্দীগণ পায়ে লৌহনির্ম্মিত বেড়ী পরে, আমরা স্বর্ণরৌপ্যের বেড়ী অর্থাৎ ‘মল’ পরি। ... কুকুরের গলে যে গলাবন্ধ দেখি, উহারই অনুকরণে বোধহয় আমাদের জড়োয়া চিক নির্ম্মিত হইয়াছে। অশ্ব হস্তী প্রভৃতি পশু লৌহ-শৃংখলে আবদ্ধ থাকে, সেইরূপ আমরা স্বর্ণ-শৃংখলে কণ্ঠ শোভিত করিয়া মনে করি ‘হার পরিয়াছি’। ...বলদের নাসিকা বিদ্ধ করিয়া নাকাদড়ী পরায়, এদেশে আমাদের স্বামী আমাদের নাকে ‘নোলক’ পরাইয়াছেন।”(১১) ‘অর্দ্ধাঙ্গী’ নিবন্ধে রোকেয়া নিজের ক্ষোভ ঢেকে রাখতে পারেন না বা চান না, “মুসলমানেদের মতে আমরা

[11] | evOwji ms¯wZ‡Z bvix, wmivRj Bmjvg †PŠaix, evsjv‡`k GwkqwUK †mvmvBwU cwÎKv, wW‡m¤i 1998, côv 11|

[12] | ¯xRwZi AebwZ, †iv‡Kqv iPbvejx, evsjv GKv‡Wgx, XvKv, 1999, côv 13, 14|

পুর"ষের 'অর্দ্ধেক' অর্থাৎ দুইজন নারী একজন নরের সমতুল্যা। অথবা দুইটি ভ্রাতা ও একটি ভগিনী একত্র হইলে আমরা 'আড়াই জন' হই!" ..."আমরা উত্তমার্দ্ধ (better halves) তাহারা নিকৃষ্টার্দ্ধ (worse halves), আমরা অর্দ্ধাঙ্গী, তাহারা অর্দ্ধাঙ্গ।" "আশা করি এখন 'স্বামী'স্থলে অর্দ্ধাঙ্গ শব্দ প্রচলিত হইবে।"(১৩)

রোকেয়াই এইভাবে প্রথম প্রতিবাদমুখর হন। গত শতাব্দীর প্রথমভাগ থেকেই রোকেয়া একের পর এক প্রবন্ধে প্রহসনে উপন্যাসে একদিকে নারীর সামাজিক অবস্থান, কষ্ট, পুর"ষের দৃষ্টিভঙ্গি, নারীর দৃষ্টিভঙ্গি অন্যদিকে নারীমুক্তির নানা স্বপ্ন প্রস্তাবনা দিকদর্শন দিয়েছেন। 'মতিচুর' (দুই খণ্ড), 'পদ্মরাগ', 'অবরোধ-বাসিনী', 'সুলতানার স্বপ্ন' প্রমুখ গ্রন্থে রোকেয়া ছড়িয়ে দিয়েছেন নারীমুক্তির স্বপ্ন, অন্তরের ক্রোধ এবং পুর"ষের অন্যায়ের প্রতি ঘৃণা। পুর"ষকে দেখিয়েছেন নরাকারে পিশাচ হিসেবে। বলেছেন, 'ডাকাতী, জুয়াচুরি, পরস্বাপহরণ পঞ্চ'মকার'-আদি কোন পাপের লাইসেন্স তাহাদের নাই।' বাঙালি পুর"ষকে পরিহাস করে বলেছেন, 'ভারতের পুর"ষ সমাজে বাঙ্গালী পুর"ষিকা।' ক্ষোভে দীর্ণ হয়ে যেন নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছেন কখনো কখনো। বলেছেন, 'কুকুরজাতি পুর"ষাপেক্ষা অধিক বিশ্বাসযোগ্য। যদি স্বার্থপরতা ধূর্ততা ও কপটাচারকে সদগুণ বলা যায়, তবে অবশ্য পুর"ষজাতি কুকুরের তুলনায় শ্রেষ্ঠ।' রোকেয়ার এই বিপ্লবী সাহিত্যের যুগে তখনো দীপ্যমান রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিম নিকটকালের মধ্যে অতীত হয়েছেন এবং আরও পুর্বে আছেন নারীর দুই মিত্র – রাজা রামমোহন রায় এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

ঊনবিংশ শতাব্দির প্রথম ভাগেই এই জনপদে সুচনা হয় বলা যায় নারীর প্রাণ রক্ষাকারী ত্রাতার ভুমিকা। পীড়ন আর অমানবিকতা যেখানে বেশি সেখানেই আবির্ভাব হয় ত্রাতার। হিন্দু পিতৃতন্ত্রে নারীহত্যাও ছিল ধর্মাচারের অংশ। ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়নের অধিকার ছিল না নারীর। নারীস্পর্শে, ছায়ায় হিন্দু ধর্মাচার ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ত। সম্পত্তির অধিকার, বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকারও সনাতন হিন্দুধর্ম অস্বীকার করত। এমনই কঠিন অমানবিক স্বৈরতন্ত্রে বা পিতৃতন্ত্রে রামমোহন রায় এবং বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব। রামমোহন বাংলা গদ্য সৃষ্টির আদি পিতাদের একজন। হেঁয়ালী গালগল্প বা তরল বিষয়ে গদ্যচর্চার বিনোদন করেননি। সমাজ, ভাষা বিষয়ে গদ্য লিখে পথিকৃতের দায়িত্ব পালন করেছেন। "ভারতের আধুনিক যুগপ্রবর্তক রাজা রামমোহন রায় তাঁর অসাধারণ মনীষা ও কর্মশক্তির প্রভাব ভারত-ইতিহাসে চিরচিহ্নিত রেখে গেছেন। মধ্যযুগীয় ভারতকে তিনি হঠাৎ আধুনিক যুগের দ্বারদেশে এনে উপস্থিত করলেন, বহু বছরের সঞ্চিত জড়ত্বের যবনিকা অপসারিত করে।"(১৪) শুধু আধুনিক মনস্কতাই নয়, নারীর জীবনত্রেতার ভুমিকায় নামলেন এবং সফলও হয়েছেন। পুরাণ অনুগত সনাতন সংস্কৃতি শিক্ষার বদলে গণিত রসায়ন পদার্থবিদ্যা শরীরবিদ্যার মতো আধুনিক ও প্রয়োজনীয় শিক্ষার জন্য ওকালতি করেছেন।

'সহমরণ বিষয় প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ' শিরোনামে রামমোহন যুক্তিজাল নির্মাণ করেন ১৮১৮ সালে। প্রথা, সংস্কার আর অতিপুর"ষবাদীর কণ্ঠের প্রতিনিধি প্রবর্ত্তক, এবং রামমোহনের প্রতিনিধিত্ব

13| A×v½x, †iv‡Kqv iPbvejx, evsjv GKv‡Wgx, XvKv, 1999, côv 28, 31|

14| m¤úv`Kxq, ivg‡gvnb iPbvejx, nid, KjKvZv, 1973|

করেন নিবর্ত্তকের কণ্ঠস্বর। প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তক তর্কে মাতে নারীর সহমরণ ও নারীজাতির চরিত্র ও নিচুতা নিয়ে। প্রবর্ত্তক বলে, "...যে স্ত্রী ভর্ত্তার সহিত পরলোক গমন করে সে মনুষ্যের দেহেতে যত লোম আছে যাহার সংখ্যা সাড়ে তিন কোটি তত বৎসর স্বর্গবাস করে। আর যেমন সর্পগ্রাহকেরা আপন বলের দ্বারা গর্ত্ত হইতে সর্পকে উদ্ধার করিয়া লয়, তাহার ন্যায় বলের দ্বারা ঐ স্ত্রী স্বামীকে লইয়া তাহার সহিত সুখ ভোগ করে"[১৫] ইত্যাদি ইত্যাদি। নিবর্ত্তক বাবু তখন শাস্ ঘেঁটে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করার অভিলাষ থেকে নারীর প্রাণটুকুমাত্র রক্ষা করতে চান। বলেন, "ব্রাহ্মণী জীবদ্দশায় থাকিয়া পতির হিতকর্ম্ম করিবেন। আর ব্রাহ্মণজাতিও যে স্ত্রী পতি মরিলে অনুমরণ করে সে আত্মঘাতজন্য পাপের দ্বারা আপনাকে ও পতিকে স্বর্গে লইতে পারে না।"[১৪] নিবর্ত্তকের সংবাদ প্রকাশের পর যথারীতি "সমাজের গোঁড়া সম্প্রদায় রামমোহনের বক্তব্যের প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠেন"[১৬] এবং প্রতিবাদী পুর"ষেরা ১৮১৯ সালে 'বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদ' নামে একটি পুস্ক প্রচার করে। তখন রামমোহন রায় ১৮১৯ সালেই 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তক'-এর দ্বিতীয় সম্বাদ লেখেন। এই দ্বিতীয় সম্বাদে তিনি প্রবর্ত্তকের উত্তরে নিবর্ত্তকের জবাবে যা লিখলেন তা দিয়ে নারীমুক্তি আন্দোলনের প্রধান পটে যথার্থ শক্তি ও যুক্তির সঞ্চার করে দিতে পেরেছেন, যদিও রামমোহন নারীস্বাধীনতা পর্যন্ নয়, নারীর প্রাণ রক্ষা করতে ব্যাকুল ছিলেন। প্রাণে বেঁচে থাকলে না অধিকার, সমঅধিকারের প্রশ্ন আসে। প্রবর্ত্তক যখন যুক্তি দেয়, "স্ত্রীলোক স্বভাবত অল্পবুদ্ধি, অস্থিরান্করণ, বিশ্বাসের অপাত্র, সানুরাগা, এবং ধর্মজ্ঞানশূন্য হয়"[১৭] ইত্যাদি। তখন নিবর্ত্তক যুক্তি দিয়ে 'বিধায়ক'-দের অবশিষ্ট চুলও নিশ্চিহ্ন করে দেন, "...কেবল সন্দেহের নিমিত্ত (নারী) বধ পর্য্যন্ করা লোকত ধর্মত বির"দ্ধ হয়। ...স্ত্রীলোকেরা শারীরিক পরাক্রমে পুর"ষ হইতে প্রায় ন্যুন হয়, ইহাতে পুর"ষেরা তাহারদিগকে আপনা হইতে দুর্ব্বল জানিয়া যে২ উত্তম পদবীর প্রাপ্তিতে তাহারা স্বভাবত যোগ্য ছিল, তাহা হইতে উহারদিগকে পুর্ব্বাপর বঞ্চিত করিয়া আসিতেছেন। পরে কহেন, যে স্বভাবত তাহারা সেই পদ প্রাপ্তির যোগ্য নহে, কিন্তু বিবেচনা করিলে তাহারদিগকে যে২ দোষ আপনি দিলেন, তাহা সত্য কি মিথ্যা ব্যক্ত হইবেক।

প্রথমত বুদ্ধির বিষয়, স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন্ কালে লইয়াছেন, যে অনায়াসেই তাহারদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন? ...আপনারা বিদ্যা শিক্ষা জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয় ইহা কিরূপে নিশ্চয় করেন?

বিবাহের সময় স্ত্রীকে অর্দ্ধ অঙ্গ করিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু ব্যবহারের সময় পশু হইতে নীচ জানিয়া ব্যবহার করেন; যেহেতু স্বামীর গৃহে প্রায় সকলের পত্নী দাস্যবৃত্তি করে। ...দুঃখ এই, যে, এই পর্য্যন্ অধীন ও নানা দুঃখে দুঃখিনী, তাহারদিগকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কিঞ্চিৎ দয়া আপনকারদের উপস্থিত হয় না, যাহাতে বন্ধনপুর্ব্বক দাহ করা হইতে রক্ষা পায়।"[১৬] সহমরণ বিষয়ে রামমোহনের শেষ গ্রন্থ 'সহমরণ বিষয়' প্রকাশিত হয় ১৮২৯ সালে এবং রাজা রামমোহন রায় ১৮২৯ সালের ৪ ডিসেম্বর তারিখে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করিয়ে লর্ড বেণ্টিংক কর্তৃক বিধি জারি করাতে সক্ষম হন।

---

[15] | mngiY welq ceËK I wbeËK m¤v`, ivg‡gvnb iPbvejx, nid, KjKvZv, 1973, cô 169|
[16] | MŠ cwiPq, mngiY welq ceËK I wbeËK m¤v`, ivg‡gvnb iPbvejx, nid, KjKvZv, 1973, cô 419|
[17] | mngiY welq ceËK I wbeË‡Ki wØZxq m¤v`, ivg‡gvnb iPbvejx, nid, KjKvZv, 1973, cô 201 I 202|

রাজা রামমোহনের চেষ্টায় প্রাণে বেঁচে যাওয়া নারীদের জীবন ও স্বপ্ন ফিরিয়ে দিতে এগিয়ে এলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ঠাকুর ঘরে ব্রহ্মচর্য করে বিধবাবেশে বেঁচে থাকার অধিকারটুকু বিদ্যাসাগরের কাছে যথেষ্ট নয়, আধুনিক ও মানবিক বোধসম্স্লন্ন ঈশ্বর বিধবাকে গড়ে তুলতে চাইলেন মানবীরূপে। রক্ত মাংস, স্বপ্ন আকা•ক্ষায় ভরা মানুষ হিসেবে। বালবিধবাদের কষ্ট অনুভব করে বিধবাবিবাহের সপক্ষে নিজের শ্রম মেধা শিক্ষা দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন, "দুর্ভাগ্যক্রমে বাল্যকালে যাহারা বিধবা হইয়া থাকে, তাহারা যাবজ্জীবন যে অসহ্য যন্ণা ভোগ করে, তাহা যাহাদের কন্যা ভগিনী, পুত্রবধূ প্রভৃতি অল্পবয়সে বিধবা হইয়াছেন, তাঁহারা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছেন। কতশত বিধবারা ব্রহ্মচর্য-নির্বাহে অসমর্থ হইয়া ব্যভিচারদোষে দুষিত ও ভ্রূণহত্যাপাপে লিপ্ত হইতেছে...। বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত হইলে, অসহ্য বৈধব্যযন্ণা, ব্যভিচারদোষ ও ভ্রূণহত্যাপাপের নিবারণ ও তিনকুলের কলঙ্ক নিরাকরণ হইতে পারে। যাবৎ এই শুভকরী প্রথা প্রচলিত না হইবেক, তাবৎ ব্যভিচারদোষের ও ভ্রূণহত্যার স্রোতকলঙ্কের প্রবাহ ও বৈধব্যযন্ণার অনল উত্তরোত্তর প্রবল হইতে থাকিবেক।"[১৮] যুক্তি হিসেবে তিনি ব্যভিচারদোষ ইত্যাদির প্রসঙ্গ তোলেন। তাঁর প্রকৃত কষ্ট ও আবেগ ওই কিশোর কন্যাদের অবদমন, অমানবিক জীবনযাপনের জন্য, ..."তোমরা মনে কর পতিবিয়োগ হইলেই স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায়; দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না; যন্ণা আর যন্ণা বলিয়া বোধ হয় না; দুর্জয় রিপুবর্গ এককালে নির্মুল হইয়া যায়। কিন্তু তোমাদের এই সিদ্ধান্ যে নিতান্ ভ্রান্িমুলক, পদে পদে তাহার উদাহরণ প্রাপ্ত হইতেছ।"[১৯]

বিদ্যাসাগর রচনাবলীর বড় অংশই নারীকল্যাণমুলক। নারীর মুক্তি এবং পিতৃতন্ত্রের অমানবিকতার বির"দ্ধে আক্রমণই তাঁর রচনার প্রধান বিষয়। ১৮৫৫তে লেখেন 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার' প্রথম পুস্ক। একই সালে একই বিষয়ের উপর লেখেন দ্বিতীয় পুস্ক। বিধবাবিবাহ প্রচলিত করার পাশাপাশি আরও একটি সামাজিক আন্দোলনে কলম নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন। যে আন্দোলনে নারীর সামাজিক মর্যাদা, তার শরীর ও ই"ছার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা পায়, লোলুপ পুর"ষের র"গ্ন কামলিপ্সা থেকে নারী বাঁচাতে পারে শরীর। বহুবিবাহরোধে বিদ্যাসাগর একই সাথে শাস্ত্রে এবং সামন্ ব্যবসায়ীদের সাথে জড়িয়ে পড়েন। সামাজিক মত গঠন করেন তাঁর মানবিক চিন্ াশীল প্রবন্ধ দিয়ে। বহুবিবাহরোধে তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার' প্রথম পুস্ক প্রকাশিত হয় ১৮৭১ সালে, দ্বিতীয় পুস্ক ১৮৭৩ সালে। বহুবিবাহরোধে মোট রচনা করেছেন চারটি পুস্ক। ১৮৮৪ সালে প্রকাশিত হয় আক্রমণকারীদের বির"দ্ধে প্রতিআক্রমণাত্মক গ্রন্থ 'ব্রজবিলাস'। রাজা রামমোহনের মতো তিনিও শুধু শাস্ এবং যুক্তির ওপর ভরসা না করে বৃটিশরাজকে দিয়ে বিধবাবিবাহের আইন পাশ করিয়ে নেন ১৬ জুলাই ১৮৫৬ সালে।

এই জনপদের সাহিত্যের দীর্ঘ ইতিহাসে সহস্র রচনাকারীদের মধ্যে এই তিনজন – রামমোহন, বিদ্যাসগর, বেগম রোকেয়া বিরল ব্যতিক্রম। সমকালের মধ্যে চিন্া এবং মননে অগ্রবর্তী এই তিনজন

---

[18] | weaeweevn cPwjZ nIqv DwPr wKbv GZwØlqK c¯—ve, we`¨vmvMi iPbvejx, Zwj-Kjg, KjKvZv, côv 706|

[19] | weaeweevn cPwjZ nIqv DwPr wKbv GZwØlqK wØZxq c¯—ve, we`¨vmvMi iPbvejx, Zwj-Kjg, KjKvZv, côv 839|

আক্রান্ত হয়েছেন যেমন পুর"ষতন্ত্রের পাণ্ডাদের হাতে, শাস্ত্রজীবী ভণ্ডদের হাতে, তেমনি পশ্চাৎপদ তথাকথিত লেখকদের হাতেও। 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার' দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশের পর স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে 'বহুবিবাহ' শিরোনামে একটি সমালোচনা লেখেন। ঈশ্বর শাস্ত্র পড়ে, শাস্ত্র ঘেঁটে এবং শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে বহুবিবাহ বন্ধ করার জন্য যুক্তি ও মানবিক আবেদন হাজির করেছিলেন। কারণ সরল ও বিশ্বাসীদের আস্থা অর্জন করতে হলে শাস্ত্র অনুসরণ ছাড়া তখন সম্ভব ছিল না। কিন্তু বঙ্কিমবাবু কটাক্ষ করে বলেছেন, "যদি ধর্মশাস্ত্রে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিশ্বাস ও ভক্তি থাকে এবং যদি বহুবিবাহ সেই শাস্ত্রবির"দ্ধ বলিয়া তাহার বিশ্বাস থাকে, তবে তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনে অধিকারী বটে। আর যদি ... বিশ্বাস ও ভক্তি না থাকে তবে সেই শাস্ত্রের দোহাই দেওয়া কপটতা মাত্র। ...সদনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যেই হউক বা অসদনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যেই হউক, যিনি কপটাচার করেন, তাঁহাকে কপটচারী ভিন্ন আর কিছুই বলিব না।"[২০] বঙ্কিমবাবু ভালো করেই জানতেন, ঈশ্বর মহাশয়ের শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য আছে, ভক্তি বিশ্বাস নাই, এবং বঙ্কিমবাবুর শাস্ত্রে ভক্তি ইত্যাদির দোহাই'র আসল উদ্দেশ্য অন্যখানে। "আর একটি কথা এই যে, এ দেশে অর্দ্ধেক হিন্দু, অর্দ্ধেক মুসলমান। যদি বহুবিবাহ নিবারণের জন্য আইন হওয়া উচিৎ হয়, তবে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্বন্ধেই সে আইন হওয়া উচিৎ।"[১৯]

চিন্তা ও অবস্থানের দিক থেকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন রাজা রামমোহন রায় থেকে অগ্রবর্তী। কিন্তু বিদ্যাসাগরের পরবর্তী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, যিনি প্রথম বি.এ. পাস বাঙালিদের একজন, তিনি ছিলেন চিন্তা অথবা সমাজভাবনায় সনাতনি। শ্রেণীতে তিনি ছিলেন বিদ্যাসাগরের চেয়েও মধ্যবিত্ত। পদ্য রচনা দিয়ে শুর", ইংরেজি ভাষায়ও উপন্যাস লিখেছিলেন। স্থিত হলেন এবং পেলেন সাহিত্যসম্রাটের উপাধি ওই বাংলা উপন্যাস লিখে। ১৪টি উপন্যাস লিখে সৃষ্টি করেছেন আধুনিক উপন্যাসের ধারা। যদিও ১৮৭২ থেকে প্রকাশিত বঙ্গদর্শন পত্রিকা সম্পাদনা সেকালের সাধারণ পাঠকসমাজ থেকে চিন্তাবিদদের কাছে ঈর্ষনীয় জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। ১৪টি উপন্যাসের মধ্যে নয়টির কেন্দ্রীয় চরিত্র নারী, নারীর সামাজিকতাই উপন্যাসের মুল। দুর্গেশনন্দিনীর বিমলা, তিলোত্তমা, আয়েষা; কপালকুণ্ডলার কপালকুণ্ডলা, মতিবিবি; মৃণালিনীর মৃণানিলী, গিরিজায়া; বিষবৃক্ষের সুর্যমুখী, কুন্দনন্দিনি; ইন্দিরার ইন্দিরা, কুমুদিনী; দেবী চৌধুরাণীর প্রফুল্ল প্রমুখ প্রধান নারীদের তিনি সনাতনি ধারণার চিরন্তনী নারীর বাইরে উন্নত চিন্তাশীল নারী চরিত্র হিসেবে সৃষ্টি করেননি। স্বামীর মন জয়, মৃত্যু পর্যন্ত সিঁথির সিঁদুর অক্ষয়, জায়া জননী হিসেবে আবেগী নিষ্ক্রিয় স্নেহশীলতাই তাঁর নারীদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। সে নারী জগৎ কাঁপানো ডাকাত হলেও তার দস্যিবৃত্তির লক্ষ্য স্বামীকে জয় করা, মানে স্বামীর পায়ে নিজের আশ্রয়কে সুনিশ্চিত করা। তাই মোক্ষম লক্ষ্যে পৌঁছে দেবী চৌধুরাণীর প্রফুল্ল অতঃপর ডাকাতি ছেড়ে বিদ্রোহ ভুলে এঁদো পুকুরঘাটে ঘোমটা মাথায় স্বামীর সংসারের বাসন মাজতে পেরে কৃতার্থ হয়। প্রফুল্ল চরিত্রের সমস্ত সম্ভাবনা প্রথানুগত সনাতন বঙ্কিম নস্যাৎ করে দিয়ে তৃপ্ত হতে চান নারীকে আবার শুধু ফিরিয়েই নয়, ঠাকুরের বেদীতেও ফিরিয়ে এনে। উপন্যাসের শেষে প্রফুল্লর অনুরোধে নির্মিত হয় 'দেবী-

[20] | wewea ceÜ, wØZxq LÊ, ew¼g iPbvejx, Zvj-Kjg, KjKvZv, 1998, côv 318|

নিবাস' যার মধ্যে স্থাপিত হলো অন্নপুর্ণামুর্তি। অতঃপর "পুত্র-পৌত্রে সমাবৃত্ত হইয়া প্রফুল্ল স্বর্গারোহণ করিল।"(২১)

বিদ্যাসাগর যখন বিধবাবিবাহের এবং বহুবিবাহ রহিতের জন্য আন্দোলন রত তখন বঙ্গদর্শনে বঙ্কিম লিখতে থাকেন বিষবৃক্ষ। এবং তৈরি করেন সমকালের আলোচিত বিতর্ক নিয়ে জমজমাট নাটক। বঙ্কিম মানসের পুর্ণ প্রতিফল ঘটে ওই নাটকের নারী চরিত্রের পরিণতিতে। কুন্দনন্দিনীর নবীন যৌবন, এবং বিধবা আশ্রয় পেলেন নগেন্দ্রের গৃহে। বিধবার আগমনে ধীরে ধীরে সোনার সংসার শ্মশানে পরিণত হতে থাকে। গৃহলক্ষ্মী নগেন্দ্রের স্ত্রী সুর্যমুখী গৃহ ছেড়ে নির"দ্দেশে চলে যায়। কারণ কুন্দের প্রতি স্বামী দুর্বল, তাঁকে বিয়েও করবেন। এবং এই বিধবা বিয়ের পরিণতি কত ভয়াবহ হতে পারে এবং সামাজিক শৃংখল ভঙ্গের কারণ হয় তার আবেগী উপস্থাপনায় বঙ্কিম প্রতিভাবান সাহিত্যিক। সেই ভয়াবহ বিশৃংখল থেকে বঙ্কিমের চিরশান্তির সংসার সমাজকে বাঁচাতে অতঃপর কুন্দনন্দিনী আত্মহত্যা করে।

বিদ্যাসাগরের অগ্রবর্তী চিন্তার পর আদর্শবাদী সনাতন বঙ্কিম সময়ের চাকা আর অগ্রসর না করে বরং পিছিয়ে দিতে বড়ধরনের ভুমিকা রেখেছিলেন। তাঁর প্রফুল্লকে দিয়ে ঘোষণা করান, "এই সমাজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বল দেখি, আমি নুতন নহি, আমি পুরাতন।"(২০) বঙ্কিমের পর রোমাণ্টিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও বিদ্যাসাগরের উন্নত চিন্তা-চেতনা অগ্রসর করে নিতে পারলেন না। বরং তিনি প্রকৃতির কাছ থেকে জেনে নিয়েছিলেন(!) নারীর আর বিকাশ ঘটবে না, তাকে কোনো চ্যালেঞ্জ গ্রহণ বর্জন করে জীবনের সংগ্রামে পুর"ষের মতো জয়ী হওয়ার প্রয়োজন নাই। "অজানার মধ্যে কেবলই সে (পুর"ষ) পথ খনন করছে, কোন পরিণামের প্রান্তে এসে আজও অবকাশ পেল না। পুর"ষের প্রকৃতিতে সৃষ্টিকর্তার তুলি আপন শেষ রেখাটি টানেনি। ...সাহিত্য কলায় বিজ্ঞানে দর্শনে ধর্মে বিধিব্যবস্থায় মিলিয়ে যাকে আমরা সভ্যতা বলি সে হলো পুর"ষের সৃষ্টি।"(২২) "আর নারীপ্রকৃতি আপনার স্থিতিতে প্রতিষ্ঠ। সার্থকতার সন্ধানে তাকে দুর্গম পথে ছুটতে হয় না। জীবপ্রকৃতির একটা বিশেষ অভিপ্রায় তার (নারীর) মধ্যে চরম পরিণতি পেয়েছে। সে জীবধাত্রী, জীবপালিনী; তার সম্বন্ধে প্রকৃতির কোন দ্বিধা নেই।"(২১) "মেয়েদের জীবনে সকলের চেয়ে বড়ো সার্থকতা হ"ছে প্রেমে। এই প্রেমে সে স্থিতির বন্ধনরূপ ঘুচিয়ে দেয়।"(২১) রোমাণ্টিক রবীন্দ্রনাথের নারী সর্বকালেই অপরূপা, মানসী, কল্যাণী, শাশ্বতী, চিরন্তনী। গল্প কবিতায় নাটকে উপন্যাসে অনেক নারীকেই তিনি সৃষ্টি করেছেন, আপাত সরল চোখে অনেক সম্ভাবনাও দেখা যাবে ওই চরিত্রের মাঝে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর আদর্শ নারী ধারণাকেই প্রতিষ্ঠিত করেন। নারীর কষ্ট, পুর"ষের বির"দ্ধে বিদ্রোহও এসেছে তাঁর গল্পে কিন্তু সেই বিদ্রোহের সমাপ্তি ঘটেছে বিদ্রোহের বিপরীতে। ঘটতে হবেই, বঙ্কিমের মতো রবীন্দ্রনাথের নারীও পুরাতন "মানুষের সৃষ্টিতে নারী পুরাতনী, নারীসমাজ নারীশক্তিকে বলা যেতে পারে আদ্যাশক্তি। এই সেই শক্তি যা জীবলোকে প্রাণকে বহন করে, প্রাণকে পোষণ করে। ... প্রাণসাধনার সেই আদিম বেদনা প্রকৃতি দিয়েছেন নারীর রক্তে, নারীর হৃদয়ে। জীবপালনের সমস্ত প্রবৃত্তিজাল প্রবল করে জড়িত করেছেন নারীর দেহমনের তন্তুতে তন্তুতে। এই প্রবৃত্তি

---

[21]| †`ex †PŠaivYx, ew¼g iPbvejx, Zwj-Kjg, KjKvZv, 1998, côv 825 I 826|
[22]| cwðg-hvÎxi Wvqwi, iex›`ªiPbvejx `kg LÊ, wekfviZx, 1402, côv 450 I 453|

স্বভাবতই চিত্তবৃত্তির চেয়ে হৃদয়বৃত্তিতেই স্থান পেয়েছে গভীর ও প্রশস্তভাবে। এই সেই প্রবৃত্তি নারীর মধ্যে যা বন্ধনজাল গাঁথছে নিজেকে ও অন্যকে ধরে রাখবার জন্যে প্রেমে, স্নেহে, সকর"ণ ধৈর্যে।"(২৩)

রবীন্দ্রনাথের চেতনায় নারীদের মেয়েলিভাবটা জর"রি। এই মেয়ের শিক্ষালাভে রবীন্দ্রনাথের আপত্তি নাই, তিনি দরকার মতো শিক্ষা দিতে চান। তিনি জানেন, "বাসুকির মাথার উপর পৃথিবী নাই এ খবরটা পাইলে মেয়েদের মেয়েলিভাব"(২৪) তাতে নষ্ট হবে না। "তাই বলিয়া শিক্ষাপ্রণালীতে মেয়ে পুর"ষে কোথাও কোন ভেদ থাকিবে না এ কথা বলিলে বিধাতাকে অমান্য করা হয়। মেয়েদের মানুষ হইতে শিখাইবার জন্য বিশুদ্ধ জ্ঞানের শিক্ষা চাই, কিন্তু তার উপর মেয়েদের মেয়ে হইতে শিখাইবার জন্য যে ব্যবহারিক শিক্ষা তার একটা বিশেষত্ব আছে। ...মেয়েদের সম্বন্ধে নিয়ম ভালোবাসার নিয়ম। ...তারা এমন করিয়া কাজ করিবে যেন তারা সংসারকে ভালোবাসিতেছে। বাপ মা ভাই বোন স্বামী ও ছেলেমেয়ের সেবা তারা করিবে। তাদের কাজ ভালোবাসার কাজ, এটাই তাদের আদর্শ। ...সংসারকে সে ভালোবাসুক আর না বাসুক তার আচরণকে কষিয়া দেখিবার ঐ একটি মাত্র কষ্টিপাথর আছে...।(২৩)
হিন্দুবিবাহ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ শাস্ত সংস্কার বা মনুসংহিতার সমালোচনা করেননি, করেছেন নারীনিন্দার, তার ভালোবাসার, কল্যাণী নারীর নিন্দা পছন্দ করেননি। জায়া জননী সেবিকা হিসেবে সংসারে নারীর ভূমিকা বা করণীয় কর্তব্য প্রকৃতি স্থির করে দিয়েছে । ওইরকম নিন্দা রোমাণ্টিক কবি রবীন্দ্রনাথ সহ্য করতে পারেন না, এমনকি ওই নিন্দা ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির করলেও না, কারণ,

"সৃজনের সমুদ্রমন্থনে
উঠেছিল দুই নারী
অতলের শয্যাতল ছাড়ি।
একজনা উর্বশী, সুন্দরী
বিশ্বের কামনা-রাজ্যে রাণী
স্বর্গের অপ্সরী।
অন্যজনা লক্ষ্মী সে কল্যাণী
বিশ্বের জননী তাঁরে জানি
স্বর্গের ঈশ্বরী।"(২৫)

স্তীর পত্র'র মৃণালকে পুর"ষতন্ত্রের বির"দ্ধে এক জয়ী নারী বিবেচনারও কারণ নাই। মৃণাল স্বামীকে জানিয়ে দেয় "আমি আর তোমাদের সেই সাতাশ-নম্বর মাখন বড়ালের গলিতে ফিরব না।"(২৬) এজন্য মৃণাল স্বামী বা ভাসুরকে কোন দোষ দিতে নারাজ, "তোমার চরিত্রে এমন কোন দোষ নেই যাতে বিধাতাকে মন্দ বলতে পারি।"(২৫) রবীন্দ্রনাথের মৃণাল স্বামী, বিধাতাকে দোষারোপ করতে পারে না। মৃণাল পুর"ষের কর্তৃত্বপ্রধান সংসার ছেড়ে আরও ভক্তির দাসত্বে আশ্রয় খোঁজে শ্রীক্ষেত্রে জগদীশ্বরের

---

[23]| bvix, Kvjvši, ie›`ªiPbvejx Øv`k LÊ, wekfviZx, 1402, cô 621|
[24]| ¯¿xwk¶v, ie›`ªbv_ VvKi, wewPÎv, evsjv‡`k ms¯‹iY, AíK_v, XvKv, 1399, cô 223 I 224|
[25]| msL¨v 23 ejvKv, ie›`ªiPbvejx lô LÊg wekfviZx, 1402, cô 274|
[26]| ¯¿xi cÎ, Mí¸"Q, wekfviZx, KjKvZv, 1398, cô 575|

কাছে। ওই জগদীশ্বরের নামেই যে পুর"ষ তাকে মেয়েমানুষ করে বন্দি করে রেখেছে তা রবীন্দ্রনাথের মৃণাল জানে না। নীরদচন্দ্র চৌধুরীর একটি মন্তব্য উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না, "রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসও বাঙালির প্রেমের দুই দিকে মুখ ফিরাইয়া থাকিবারই কথা। তবে বঙ্কিমচন্দ্র দুই-এর সমন্বয় করিয়াছিলেন। ...বঙ্কিমচন্দ্রের প্রত্যেকটি বউ ঘরের বার হয়েছে। তবু তাহাদের সকলেই সতী রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এই সমন্বয় দেখান নাই, – তাহা কি তিনি ব্রাহ্ম ও বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দু বলিয়া? কে জানে!"[(২৭)] রবীন্দ্রনাথের ধারণায় নারীর দুই মৌলিক রূপ। 'দুইবোন' বড় গল্পের শুর"তেই তিনি লিখেছেন, "মেয়েরা দুই জাতের। ...এক জাত প্রধানত মা, আর-এক জাত প্রিয়া।"[(২৮)] রবীন্দ্রসাহিত্যে এই প্রিয়া মানসী কল্পলোকের নারী, আর কল্যাণী স্নেহমাখা জননীর আবির্ভাব মুহুর্মুহু। শেষ প্রশ্নের লাবণ্য আর যোগমায়া। যোগমায়ার চোখে মাতৃভাবের প্রসন্ন ধারা। তার স্স্পর্শে দেবী প্রসাদের ধারা ধীরে ধীরে যেন অমিতের শিরায় বয়ে গেল। বৃত্তশালী বিলাসী কথা যাপনকারী অমিতের প্রেমে লাবণ্য যুক্ত হয়ে পড়ে। সংলাপবহুল সেই রচনায় কল্পলোকের দুই নায়ক নায়িকার ফাঁপা রোমাণ্টিকতা ভিন্ন আর কোন বিকাশ ঘটে না লাবণ্যের। রবীন্দ্রনাথের নারীদের গৃহ ভালোবাসা পেলেই তাদের নারীজীবন চরিতার্থ হয়। স্বদেশী আন্দোলনে সন্ত্রাস তো ছিলই, থাকতেই হবে। বিপ্লব কখনো ব্যাকরণ মেনে বিজয় অর্জন করে না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাছে সেই সন্ত্রাস গ্রহণযোগ্য নয়। বিশেষ করে যখন নারী সেই আন্দোলনে আগ্রহবোধ করে। ঘরে বাইরের বিমলা জমিদার নন্দন নিখিলেশের স্ত্রী। নিখিলেশ তাকে বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষায় নয়, শুধু তার সমাজের চলনসই করে নেয়ার জন্য গভর্নেস রেখে শিখালেন সামান্য পিয়ানো বাজানো, দুএকটি ইংরেজী কবিতার আবৃত্তি। খাঁচাবন্দি ময়নার মত। সেই বিমলার প্রশস্ত কপালে জ্বলন্ত সূর্যের উদয়ের মত সিঁদুরের লালটিপ দেখে নিখিলেশের বন্ধু স্বদেশী নেতা সন্দিপ মুগ্ধ হয়। অথবা সন্দিপ বিমলাকে মুগ্ধ করে। মুগ্ধতা গাঢ় হয়ে উঠতে উঠতে স্বদেশীদের সহিত বিমলা নিজেকে অংশভাক করে নেয়। নিখিলেশের আড়ালে অর্থ সাহায্য করতে দ্বিধা নাই তার। ঘরের গৃহলক্ষ্মী বিমলার এমন দেশপ্রেম ভিক্টোরীয় রবীন্দ্রনাথের কাম্য নয়। ফলে বিমলার এই আচরণ অর্থাৎ নারীর এই রাষ্ট্রনীতিতে ভূমিকা কত অকল্যাণকর তার প্রমাণ করতে স্বদেশীদের পুরোপুরি সন্ত্রাসী বানাতে এবং চরম অকল্যাণ দেখাতে নাটকের পরিণতিতে ঘটে নিখিলেশের খুন। রবীন্দ্রনাথ বিমলার মাধ্যমে নারীর সেই উন্নয়ন ঘটাতে পারলেন না – যে কল্যাণী নারী শুধু গৃহের জন্য নয়, রাষ্ট্রের স্বাধীনতার জন্যও প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের নারীর শরীরও সত্য। জৈবিক এবং প্রাকৃতিক; মন্দ কিছু নয়। সমাপ্তির মৃন্ময়ী যখন কৈশোরের উদাসীনতা সাঙ্গ করে যৌবনের স্স্পর্শে নতুন দিগন্তের দিকে সুচনা করবে জীবন তখন সে প্রথমেই স্বামীকে পত্র লেখে, এবং স্বামীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার বাসনায় উদাসীন হয়ে পড়ে। কৈশোরের সমাপ্তি, পুর্ণতা ঘটে নারীর। সময় শুধু নারীর শরীর গড়ে, বুদ্ধি নয়। লেফাফায় ঠিকানা না লিখেই শরীর অর্জিত মৃন্ময়ী চিঠি ডাকে ছেড়ে দেয়! রবীন্দ্রনাথ পুর"ষ এবং সৃষ্টিশীল কবি। সৃজনের সব কৃতিত্ব পুর"ষতান্ত্রিক অহমিকায় প্রকাশ করতে তাঁর দ্বিধা নাই। নারীও যে পুর"ষের সৃষ্টি অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের মত বিরাট সৃষ্টিশীলদের হাতে গড়া মানসী সেই ঘোষণা করতে পারেন চমৎকার রোমাণ্টিক কাব্যভাষায়। মানসী কবিতা তার পরিচয়—

---

[27]| AmZxZ t civZb I bZb, wbewPZ ceÜ, kxbxi`P›` †PŠaix, Avb›` cvewjkvm cvB‡fU wjwgwUW, KjKvZv, 2000, côv 169|
[28]| `B‡evb, iex›` Dcb¨vm msMn, wekfviZx, KjKvZv, 1990, côv 1177|

"শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী !
পুর"ষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য সঞ্চারি
আপন অন্র হতে। বসি কবিগণ
সোনার উপমাসুত্রে বুনিছে বসন।
সঁপিয়া তোমার 'পরে নুতন মহিমা
অমর করিছে শিল্পী তোমার প্রতিমা
কত বর্ণ, কত গন্ধ, ভুষণ কত না
সিন্ধু হতে মুক্ত আসে, খনি হতে সোনা,
- - - - -

অবশেষে ঘোষণা করেন,

নারী, অর্ধেক মানবী তুমি, অর্ধেক কল্পনা।"[২৯]

তবে রবীন্দ্রনাথের এই মানসীর কষ্ট তার হাতেপায়ে শিকল, তাঁর চোখে পড়েছে ঠিকই, কিন্তু ওই শিকলকে নারীর বন্ধনকে রবীন্দ্রনাথ বর্ণনা করেছেন তাঁর রোমাণ্টিক স্বভাবে এবং পুর"ষতান্ত্রিক ব্যাখ্যায়।

"বন্দী হয়ে আছো তুমি সুমধুর স্নেহে
অয়ি গৃহলক্ষ্মী, এই কর"ণ ক্রন্দন
এই দুঃখ দৈন্যে-ভরা মানবের গেহে।
তাই দুটি বাহু 'পরে সুন্দর বন্ধন
সোনার কঙ্কন দুটি বহিতেছে দেহে
শুভচিহ্ন, নিখিলের নয়ননন্দন।
- - - - - - - - - - - - -

তুমি বদ্ধ স্নেহ-প্রেম-কর"ণার মাঝে
শুধু শুভ কর্ম, শুধু সেবা নিশিদিন।
তোমার বাহুতে তাই কে দিয়াছে টানি,
দুইটি সোনার গণ্ডি, কাঁকন দুখানি।"[৩০]

প্রসঙ্গত ঘরে বাইরের উপন্যাসের বিমলার কথা আরো একবার স্মরণ করা যাক। "মা যখন বাবার জন্য বিশেষ করে ফলের খোসা ছাড়িয়ে সাদা পাথরের রেকাবিতে জলখাবার গুছিয়ে দিতেন, বাবার জন্য পানগুলি বিশেষ করে কেওড়া-জলের ছিটে-দেওয়া কাপড়ের টুকরোয় আলাদা জড়িয়ে রাখতেন, তিনি খেতে বসলে তালপাতার পাখা দিয়ে আস্তে আস্তে মাছি তাড়িয়ে দিতেন। তখন সেই লক্ষ্মীর হাতের আদর, তার হৃদয়ের সেই সুধারসের ধারা কোন অপরূপ রূপের সমুদ্রে গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়ত সে যে

[29]| gvbmx, ^PZvjx, iex›`-iPbvejx, ZZxq LÊ, wekfviZx, 1402, côv 31|
[30]| †mvbvi evab, †mvbvi Zix, iex›`-iPbvejx, wØZxq LÊ, wekfviZx, 1492, côv 23|

আমার সেই ছেলেবেলাতেও মনের মধ্যে বুঝতুম।”[(৩১)] যেমন বঙ্কিমের প্রফুল্লের শাশুড়ি, নারী বা রমণীধর্ম পালনের বাধ্যতায় রাতে স্বামীর পাতে মাছি নাই থাকুক তবুও পাখার বাতাসে মাছি তাড়াতেন। তো মনু'র নারী নিন্দা রবীন্দ্রনাথ সহ্য করবেন কেন!

কাজী নজর"ল ইসলামের সাহিত্যে, বিশেষ করে কবিতায় গানে নারীর উপস্থিতি ঘটেছে বারবার। ঘটেছে নজর"লের অমিত বেগ ও আবেগের ভিতর। তাঁর নারী শাশ্বত কল্যাণী হলেও শুধু সংসারের সেবক রূপে দাসত্ব করেই জীবন নির্বাহ করে না। পরাধীন স্বদেশে সমাজে নারীর ভূমিকাও বিস্তৃত। তাঁর কাব্যগ্রন্থ অগ্নির বীণা'র বিদ্রোহী প্রলয়োল্লাসে-এর ভিতর 'রক্তাম্বরধারিণী মা' এসে উপস্থিত হন। শক্তিরূপের আধার রক্তাম্বরধারিণী দেবী মা'র প্রতি তাঁর বিদ্রোহী আহ্বান,

“রক্তাম্বর পর মা এবার
জ্ব'লে পুড়ে যাক শ্বেত বসন;
- - - - - - - - - - - - - - -
সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেল মা গো
জ্বাল সেথা জ্বাল কাল-চিতা।
তোমার খড়গ রক্ত হউক
স্রষ্টার বুকে লাল ফিতা।”[(৩২)]

ঘুমন্ত নেশায় বিহ্বল পুর"ষ দেবতাকে লাথি মেরে জাগিয়ে তুলে জালিমের রক্তে লাল করে নিতে মা'র প্রতি আহ্বান -

“মেখলা ছিঁড়িয়া চাবুক কর মা,
সে চাবুক কর নভ-তড়িৎ,
জালিমের বুক বেয়ে খুন ঝরে
লালে লাল হোক শ্বেত হরিৎ।
নিদ্রিত শিবে লাথি মার আজ,
ভাঙো মা ভোলার ভাঙ-নেশা,
পিয়াও এবার অশিব গরল
নীলের সঙ্গে লাল মেশা।”[(৩১)]

তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'বিষের বাঁশী'তেও অগ্নি-বীণার সুর, স্বাধীকার অর্জনে সেই বাঁশী তেজী আহ্বানে কাঁপে। 'জাগৃহি' কবিতায়ও চণ্ডী-চামুণ্ডা মা বিদ্রোহের প্রতীক হয়ে ওঠে,

“হাসে চণ্ডী চামুণ্ডা মা সর্বনাশী।
কাল-বৈশাখী ঝঞ্ঝারে সঙ্গে করি –

[31]| N‡i-evB‡i, iex›` Dcb¨vm msMn, wekfviZx, KjKvZv, 1990, côv 847|
[32]| i³v¤iawiYx gv, AwcexYv, bRi“j-iPbvejx c_g LÊ, evsjv GKv‡Wgx, XvKv, 1996, côv 11|

রণ উন্মাদিনী নাচে রঙ্গে মরি!
- - - - - - - - - - - - - - - -
এ তো নয় মাতা রক্তোন্মতা ভীমা –
আজ জাগৃহি মা আজ জাগৃহি
- - - - - - - - - - - - - - - -
জাগো জাগো মানব-মাতা দেবী নারী।”(৩৩)

বিপ্লবীচেতনা দীপ্ত সাম্যবাদী নজর"ল বৈষম্যের বির"দ্ধে কলম ধরেছেন বহুবার। 'সার্মবাদী' কাব্যগ্রন্থে তিনি সাম্যের গান গেয়েছেন, নারী পুর"ষের বৈষম্যে তাঁর ঘোর আপত্তি। তাঁর নারী সম্স্লূর্ণ মানুষ অর্ধেক কল্পনা নয়, পুর"ষের হাতে গড়াও নয়। তিনি মনে করেন না শুধু পুর"ষই সমাজ সভ্যতা সৃষ্টি করেছে। এই সভ্যতা গড়ায় নারীর ভুমিকাও সমান। 'নারী' কবিতা পাঠ করা যাক,

"আমার চক্ষে পুর"ষ-রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই।
বিশ্বের যা-কিছু মহান্ সৃষ্টি চির-কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
স্বর্ণ-রৌপ্য অলঙ্কারের যক্ষপুরীতে নারী
করিল তোমায় বন্দিনী, বল, কোন্ সে অত্যাচারী?
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
যে-ঘোমটা তোমা করিয়াছে ভীর" ওড়াও সে আবরণ!
দুর করে দেও দাসীর চিহ্ন ঐ যত আভরণ।”(৩৪)

নারী বিষয়ে নজর"ল ইসলাম কোন প্রবন্ধ লেখেননি, তবে লিখিত অভিভাষণে নারী বিষয়ে তাঁর চিন্তা মতামত প্রকাশ করেছেন। ১৯৩২ সালে সিরাজগঞ্জের নাট্যভবনে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় মুসলিম তর"ণ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্ত মুসলিম পরিবারের কথা উল্লেখ করে তিনি সভাপতির ভাষণে বলেন, "...ইহাদের বাড়িতে শতকরা আশিজন মেয়ে যক্ষায় ভুগিয়া মরিতেছে আলো-বায়ুর অভাবে। এইসব যক্ষারোগগ্রস্ত জননীর পেটে স্বাস্থ্য-সুন্দর প্রতিভা-দীপ্ত বীর সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে কেমন করিয়া! ফাঁসির কয়েদিরও এইসব হতভাগিনীদের অপেক্ষা অধিক স্বাধীনতা আছে। ...কণ্যাকে পুত্রের মতই শিক্ষা দেওয়া যে ধর্মের আদেশ, তাহা মনেও করিতে পারি না। আমাদের কন্যা-জায়া-জননীদের শুধু অবরোধের অন্ধকারে রাখিয়াই ক্ষান্ত হই নাই, অশিক্ষার গভীরতর কূপে ফেলিয়া হতভাগিনীদের চির-বন্দিনী করিয়া রাখিয়াছি। আমাদের শত শত বর্ষের এই অত্যাচারে ইহাদের দেহ মন এমনি পঙ্গু হইয়া গিয়াছে যে, ছাড়িয়া দিলে ইহারাই সর্বপ্রথম বাহিরে আসিতে আপত্তি করিবে।”(৩৫)

33| RvMin, we‡`ªvnx, bRi"j-iPbvejx c_g LÊ, evsjv GKv‡Wgx, XvKv, 1996, cô 100|
34| bvix, mvg¨ev`x, bRi"j-iPbvejx c_g LÊ, evsjv GKv‡Wgx, XvKv, 1996, cô 241|
35| Zi"‡Yi mvabv, Awffvl Y, bRi"j-iPbvejx PZ_ LÊ, evsjv GKv‡Wgx, XvKv, 1996, cô 96|

ভুল মুল্যায়ন এবং সচেতনতার অভাবে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নারীদের প্রিয় মিত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছেন। কিন্তু তাঁর কোন নারী প্রচলিত পুর"ষতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোর রূপ বুঝতে পারঙ্গম! শাস্ত্রের বিধি বিধানের ষড়যন্ত্র এবং অন্তঃসারশুন্যতা বুঝে নতুন দৃষ্টি গ্রহণের প্রণোদনা যুগিয়েছেন কোন চরিত্র! এমন একটি গল্প উপন্যাস দেখানো সম্ভব যেখানে প্রথা, সংস্কার এবং সনাতন ধারণায় গ্রহণযোগ্য নয় এমন পরিণতিতে শেষ হয়েছে! ঘর গেরস্থালীর ভিতর নারীর কষ্ট শরৎবাবু তাঁর মতো করে বুঝেছিলেন, হতে পারে অন্য অনেকের তুলনায় বেশিই বুঝেছিলেন, কিন্তু এই বোধের শেষে তাঁর অভিপ্রায় কি? কি করেছেন তিনি? 'নারীর মুল্য' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, "নারীত্বের মুল্য কি? অর্থাৎ কি পরিমাণে তিনি সেবাপরায়ণা, স্নেহশীলা, সতী এবং দুঃখ-কষ্টে মৌনা। অর্থাৎ তাহাকে লইয়া কি পরিমাণে মানুষের সুখ ও সুবিধা ঘটিবে। এবং কি পরিমাণে তিনি রূপসী। অর্থাৎ পুর"ষের লালসা ও প্রবৃত্তিকে কতটা পরিমাণে নিবদ্ধ ও তৃপ্ত রাখিতে পারিবে।"[৩৬] এই প্রবন্ধের পরিকল্পিত বক্তব্য যেমনি হোক, তাঁর শ্রীকান্ত-এর রাজলক্ষ্মী জানে, এবং অন্য অন্য নারীদেরও রাজলক্ষ্মী স্মরণ করিয়ে দেয়, "পুর"ষ মানুষ চিরকালই কিছু কিছু অত্যাচারী, কিন্তু তাই বলে ত' স্ত্রীর সপক্ষে পালিয়ে যাবার যুক্তি খাটাতে পারে না। মেয়েমানুষকে সহ্য করতে হয়। নইলে ত' সংসার চলে না।" রাজলক্ষ্মী বাঈজী হলেও নারী। নারী হিসেবে সংসারের প্রতি করণীয় কর্তব্যের কথা শরৎবাবু তাকে দিয়ে বলিয়ে নিয়েছেন।

শরৎচন্দ্র অর্জন করেছিলেন আবেগময় ভঙ্গিতে নারীর হৃদয় বর্ণনার স্পর্শকাতর ভাষা। শরৎচন্দ্রের নায়িকারা নিয়ত কষ্ট পেয়েছেন ধর্মাচারের বিধি-বিধানে। ধর্মের বিধান অনুযায়ীই আবার তারা কষ্ট থেকে নিষ্কৃতি পেতে চেয়েছেন গয়া-কাশী-বৃন্দাবনে। একদা যে স্বামী খেলার পুতুলের মত খেলা সাঙ্গ করে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল তারই কর"ণা পুনরায় অর্জন করে শরৎবাবুর নারী নিজের জীবন চরিতার্থ করেছেন। 'দেনা পাওয়ানা'র জমিদার জীবনানন্দ পুজারির মেয়ে কিশোরী ষোড়শীকে কবে বিয়ে করেছিল ভুলেই গেছে। সেই স্বামী-প্রত্যাখ্যাত ষোড়শী পরে হয় মন্দিরের ভৈরবী। কাহিনীর ক্লাইমেক্সে যখন পুনরায় উভয়ের দেখা তখন ষোড়শী তাকে শুধু চিনতে পারে নয়, লাম্পস্লট্যের অভিযোগে অভিযুক্ত জীবনানন্দকে বৃটিশ পুলিশের হাত থেকে রক্ষা করে, যেহেতু ইনিই তার স্বামী, প্রভু এবং পরকাল, এবং এই প্রৌঢ় পরকালের হাতেই নিজেকে সঁপে দেয়। নৌকায় করে রাতের আঁধারে জীবনান্দকে নিয়ে সরে পড়ে, 'কারণ স্ত্রীর পক্ষে পালিয়ে যাবার যুক্তি খাটাতে পারে না।' স্বামী 'কিছু কিছু অত্যাচারী' হলেই কি! শরৎচন্দ্র পেরেছেন নারীদের প্রতি কর"ণা সৃষ্টি করতে কিন্তু এই কার"ণ্যের কারণকে না পেরেছেন যথেষ্টভাবে চিহ্নিত করতে, না পেরেছেন তার বির"দ্ধে সামান্য দ্রোহ বা মত প্রকাশ করতে। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার হলো শরৎসাহিত্যের বিশাল ভাণ্ডারে বহু সম্ভাবনাময় নারীর সুচনা হয়েছিল, শেষ প্রশ্নের কমলা-এর মতো চরিত্রের সম্ভাবনা ছিল অসীম। কিন্তু তার অতি মধ্যবিত্ত মানসিকতার জন্য সেই সম্ভাবনাকে সম্ভব করে তুলতে পারেননি।

[36]| bvixi gj¨, kirP›` P‡Ævcva¨vq, mjf kir mgM 2, Avb›` cvewjkvm, 1993, KjKvZv, côv 1929|

মেরী ওলস্টোনক্র্যাফ্‌ট সহ কোন নারীবাদী বুদ্ধিজীবীই বাংলার সাহিত্যিকদের বিরল ব্যতিক্রমদের ছাড়া আলোড়িত করতে পারেননি। কিন্তু শুধু আলোড়ন নয়, প্রবল প্রভাবিত করতে পেরেছেন বিংশ শতাব্দীর সিগমণ্ড ফ্রয়েড, ফ্রয়েডের ইন্দ্রিয়বাদ। প্রভাবিত করেছে মার্কসের সমাজতত্ত্ব, সাম্যের ধারণা, যদিও তা যথার্থ শৈল্পিকভাবে নয়। বিভুতি ভুষণের নারী আরও বেশি প্রাকৃতিক শাস্ত্রীয় প্রথার জীব। অনঙ্গ বা সর্বজয়ার আচার এবং পতিনিষ্ঠগুণ অতি রমণীয়, স্নেহশীল চিরন্নী। ভাষার সুক্ষ্ম কৌশলে তাঁর নারী অনেক মানবিক মুহূর্ত রচনা করতে পারলেও সেই মুহূর্তের মধ্যে নারীর মুক্ত আধুনিক বোধের প্রকাশ পায় না। সংস্কার শাস্ত্র মতে নারী পুরাতনী-এর ধারণাই প্রতিষ্ঠিত হয়।

গত শতাব্দীর প্রথম ভাগের বেগম রোকেয়ার পর শতাব্দীর প্রান্তে এসে আর এক নারী ব্যাপক বিদ্রোহসহ প্রকাশ করতে পারলেন পুর"ষতন্ত্রে নারীর জীবন ও ভুমিকা। তসলিমা নাসরিন তাঁর কলামে কবিতায় উপন্যাসে বিধৃত করলেন শাস্ত্রীয় নাগপাশ, পুর"ষ নির্মিত বিধিবিধান। আহ্বান জানালেন শাস্ত্রের বিধি অগ্রাহ্য করে মুক্ত মানুষের জীবন অর্জন করতে। নারীর মুক্তির জন্য অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতার অনিবার্যতা অনুধাবন করে চিত্রিত করলেন উপন্যাসে বোধসম্পন্ন নারী চরিত্র। তসলিমা স্পষ্ট করেই বুঝেছেন নারীর শরীরের কষ্ট এবং ঘৃণা করেছেন গোপন মর্ষকাম। শারীরিক অধিকার, জরায়ুর অধিকার, ই"ছার অধিকার প্রকাশে তসলিমার ভুমিকা বিপ্লবীর। বহুভোগ্য পুর"ষকে ছুড়ে ফেলে ঘোষণা করেন, 'যার তার পুর"ষরে আমি আমার বলি না।' নারীর জৈবিক অথবা যৌনতৃপ্তির অধিকার তসলিমার কাছে সমান গুর"ত্বপুর্ণ। তাঁর উপন্যাসের নারী হীরা যখন দেখে স্বামী আলতাফ পৌর"ষত্বে অক্ষম কিন্তু পুর"ষ অধিকারে গ্রাস করতে চায় হীরার সমুহ ব্যক্তিত্ব, তখন পুর"ষ নিয়ন্তিত সমাজকে মুল্যহীন করে বেরিয়ে পড়ে প্রথমে আর্থিক স্বাবলম্বিতার পথে। অতঃপর বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধু কায়সারের সাথে পুরাতন বন্ধুত্বকে বাঁচিয়ে তোলে এবং একসময় হীরা আদায় করে নেয় তার সেই জৈবিক অধিকার। শাস্ত্রের শৃংখলা, কুসংস্কারকে চিহ্নিত করে নারী মুক্তির জন্য যখন তসলিমার কলম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে শুর" করে ঠিক তখনই শাস্ত্রজীবী, ধর্মের কীটপতঙ্গরা কুৎসাপুর্ণ শাস্ত্রকে টিকিয়ে রাখতে খড়গহস্ত হয়, তসলিমার মস্ক অথবা শরীর তাদের একমাত্র এবাদতে পরিণত হয়। এই স্বাভাবিক।

ব্যতিক্রমদের মধ্যে আরও এক বিরল প্রতিভা দেবেশ রায়। দেবেশ উপন্যাসে বা সাহিত্যে ঘটনার বর্ণনা করেন না, চিত্রিত করেন ঘটনার ইতিহাসকে, ইতিহাসের দ্বন্দ্বকে। চরিত্রের এবং পরিবেশের ইতিহাস নির্মাণ করতে করতে চিহ্নিত করেন ঘটনার কারণ এবং সুত্রসমুহকে। 'সময় অসময়ের বৃত্তান্ত' উপন্যাসে তিনি সেই সময়ের বৃত্তান্তকে খুঁড়ে তোলেন যেখানে খুব দুরের পড়ারিয়া গ্রামের ২৫জন নারী একরাত্রে এক একজন একাধিক পুলিশ কর্তৃক ধর্ষিত হয় এবং পুলিশ প্রশাসন, সরকার, বিচার বিভাগ এবং রাষ্ট্র মুমুর্ষু ধর্ষিতাদেরই অভিযুক্ত করে অভিযোগ করার জন্য। দেবেশ রায়ের আধুনিক বোধসম্পন্ন নারী কনক সাংবাদিক – তদন্তে দেখতে পায় পুর"ষের রাষ্ট্র কিভাবে রক্ষা করে তার পুর"ষকে এবং নারী কিভাবে রাষ্ট্রের যৌনদাসী হয়ে ওঠে। কনকের আতঙ্কবোধ শুধু জাগ্রতকালেই নয়, ঘুমের মধ্যেও জাগরণ

ঘটে আতঙ্কের। দেবেশ রায়ের ভাষায় প্রশ্ন, "কনকের কেন এমন মধ্যরাত্রি জোড়া বিপরীত জাগরণ – শুধু সে-ই ধর্ষণযোগ্য, শুধু মেয়েরাই ধর্ষণযোগ্য?"[৩৭]

সমাজ অর্থনীতি ও শ্রেণী সচেতন লেখক আখতার"জ্জামান ইলিয়াসের সাহিত্যে নারী চরিত্রের অভাব নাই। তাঁর মোট আটাশটি গল্পের সাতটির প্রধান চরিত্র নারী, কিন্তু তাঁর এই নারীও স্থান-কাল-পরিবেশের ভিতর সনাতন নারী। বিত্ত অবিত্ত নির্বিশেষে সব শ্রেণীর নারীই আয়-উপার্জনহীন, সংসারের পুর"ষের মুখাপেক্ষী। কন্যা জায়া জননী হিসেবে, 'অশিক্ষিত পটুত্বে' তারা শাশ্বত। ইলিয়াসের পুর"ষদের যে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হয়, তাঁর নারীদের সেই ভুমিকা পালন করতে হয় না। সংসারে তারা 'মনোরম মোনোটনাস'। তবুও 'তারা বিবির মরদপোলা' গল্পের তারাবিবি অবদমনের কষ্টে বিরক্ত, ঝাঁজালো। 'মিলির হাতে স্টেনগান' গল্পের মিলি ভাবালু রোমান্টিক, শত্র"বিনাশের পরিকল্পনায় স্বপ্ন দেখে, কিন্তু সেই স্বপ্নাকাংক্ষা বাস্বের সাথে মিলে না, বাস্বের স্বরূপ দেখে মোকাবেলা করার সাহস মিলির নাই। ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে স্বপ্নভঙ্গের প্রতিক্রিয়া ঘটাতে পারে মাত্র। ইলিয়াসের বিত্তহীন বা নিম্নবিত্তের নারী দেখতে সবাই অসুন্দর – কালো মোটা বেঢপ কোলবালিশের মতো, দাঁত উঁচা, বসন্তের শুকনা দাগে ভরা মুখ এবং কামকলায় অপটু। বিত্তবানদের বউমেয়েরা খুব সুন্দর, পরীর মতো, কামকলায় নিপুণ।

বেগম রোকেয়ার নিবন্ধ থেকে ত্বস্টি দেবতার নারী সৃষ্টির উপাখ্যান উল্লেখ করা হয়েছে। দেবতাসৃষ্ট সেই নারীর গতি কেমন হয়েছিল তাও রোকেয়া তাঁর নিবন্ধে লিখেছেন। এই প্রবন্ধের উপসংহার হিসেবে সেই নারীর পরিণতির কথা উদয়ন ঘোষ-এর গল্প 'কনকলতার কথা' থেকে দেখা যাক। ঈশ্বর "কায়ক্লেশে গড়লেন তিলোত্তমা, নাম রমণী দিলেন। সানন্দে ঈশ্বর পুর"ষের হাতে রমণী প্রদান করে বিশ্রামে গেলেন। ২দিনও গেল না, পুর"ষ আবার দরবার করল ঈশ্বরের কাছে, এ আপনি কি দিয়েছেন? এ যে কখনো মেঘ, কখনো ময়ুর, কখনো সিংহ, কখনো গোলাপ, কখনো বেড়াল, কখনো জল, এর সংগে আধঘণ্টার বেশি থাকা যায় ন। ...সবিষাদে ঈশ্বর ফিরিয়ে নিলেন তাঁর সৃষ্ট রমণীকে। তাঁর বিশ্রাম ঘুচল। ২দিনও গেল না সংগকাতর পুর"ষ পুনরায় দরবার করল ঈশ্বরের কাছে বড় একা লাগে। আপনার সেই রমণীকে আবার দান কর"ন। সানন্দে ঈশ্বর পুর"ষের হাতে পুনরায় রমণী দান করে বিশ্রামে গেলেন। ...পুর"ষ আবার দরবার করল ঈশ্বরের কাছে, এ আপনি ফিরিয়ে নিন। অসম্ভব এর সংগে থাকা। ... ঈশ্বর ফিরিয়ে নিলেন তাঁর সৃষ্ট রমণীকে। তাঁর বিশ্রাম ঘুচল। ...সংগকাতর বীর্যবান পুর"ষ আবার দরবার করল ঈশ্বরের কাছে, বড় একা মনে হয় নিজেকে। এবার ঈশ্বর ভয়ানক ক্রুদ্ধ হলেন। ক্রোধে দিকবিদিকশুন্য হয়ে তিনি বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, শোনো মানুষ, বারবার তোমার দরবার শুনতে শুনতে আমার বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটছে। তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর করতে বারবার আমার আবির্ভুত হওয়া অসম্ভব। এই শেষ। এবার রমণীকে নিলে আর ফেরৎ দিতে পারবে না। আমারও অসহ্য লাগে এই রমণীকে গ্রহণ করতে। আমার বিশ্রাম ছুটে যায়। আমার কপালে ঘাম জমে। শেষ কথা শোনো, হয় তুমি চিরদিনের মতো এই রমণীকে নাও, নয়ত বলো এই মুহুর্তে আমি একে বিনাশ করব। প্রবৃত্তিবশত পুর"ষ

37| mgq Amg‡qi eËvšÍ, †`‡ek ivq, †`ÕR cvewjwks, KjKvZv, 1993, côv 239|

রমণীকে চিরদিনের জন্য হারাতে চায় না, তাই বিকল্পে চিরদিনের মতো তাকে গ্রহণ করে। সানন্দে ঈশ্বর পুর"ষের হাতে রমণী দান করে চিরবিশ্রামে যান।[১১(৩৮)]

38| KbKjZv, D`qb †NvI, †Kŝie, Rvg‡k`ci, côv 37|